দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 03 FEB 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

50

ইসলামী শিক্ষা পরিকল্পনার পূর্বশর্ত

সৈয়দ আলী আশরাফ

কোন দেশের জনগণকে সত্যিকার অর্থে সততার আদর্শে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন ইসলামের মহান আদর্শ অনুযায়ী একটি শিক্ষা পরিকল্পনা। একটি আদর্শ পরিকল্পনা তৈরী করার জন্যে প্রথম পূর্বশর্ত হচ্ছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। কোন দেশের সরকার যদি মনে করেন ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী সততার প্রয়োজন; যদি তারা ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতানির্ভর হতে আগ্রহী হন; যদি একটি ব্যাপকভিত্তিক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে চান এবং যদি তারা বিশ্বাস করেন যে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে মানুষের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ধারণার ব্যাপারে সচেতন করে তোলা সম্ভব তাহলেই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন কিভাবে একটি বা একাধিক বিকল্প পরিকল্পনা তৈরী করা যায়। শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাই প্রথম পূর্বশর্ত হচ্ছে সততার আদর্শ ও ধারণার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার ছাড়া কোন উদ্যোগ বা উৎসাহ সফল হতে পারে না। কেননা তৃষ্ণার্তই কেবল পানির সন্ধান করে। মুসলিম দেশগুলোর কর্তৃপক্ষ কোরআন ও সুন্নাহকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন কি-না প্রশ্ন করা হলে তারা সমস্বরেই বলবেন "হ্যা"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই আদর্শ কোথাও প্রতিফলিত নয়।

দ্বিতীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব অত্যন্ত সূক্ষ্ম হলেও বাস্তব।

মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোই একটি ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো অনুসরণ এবং সমাজ ও ব্যক্তির উপর ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব বিস্তারে বাধ্য করেছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে আমাদের শিক্ষিত সমাজ প্রায় ভুলেই গেছে যে একটি বিকল্প ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই কেবল আমাদের রক্ষা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর সরকারকে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে প্রাচ্য ও প্রাচ্যাত্য চিন্তবিদদের অভিমত সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে।

তৃতীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা। নব্য শিক্ষিত মুসলমানদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের অতীত সম্পর্কে শিক্ষা দেয় না। তাই অতীত সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দুনিয়াকেন্দ্রিক নয়া দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির মাধ্যমে আধ্যাত্মবাদ ও দার্শনিক ঐতিহ্যকে বহাল রেখেছে। প্রথমতঃ আমাদের জ্ঞানের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে হবে, দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে অর্জিত জ্ঞানের সব শাখার সঙ্গে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের কতটা মিল বা অমিল রয়েছে। তৃতীয়তঃ এ ঐতিহ্যের একটি নতুন সম্প্রসারিত রূপ উদ্ভাবন করতে হবে। চতুর্থতঃ পূর্বশর্ত হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পরিপূর্ণ সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আমাদেরকে জানতে হবে আল্লাহ মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের কথা, এ ব্যাপারে শিক্ষার পুরো বিষয়টা পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

প্রথম বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে তা আরও পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এই পুনর্বিন্যাসও যথেষ্ট নয়।

প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন। এ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে স্রষ্টার সাথে মানুষের এবং প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোরআনের নির্দেশিত লক্ষ্যের গুরুত্ব।

পঞ্চম পূর্বশর্তটি চতুর্থ পূর্বশর্ত থেকেই উদ্ভূত। শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি যথাযথ পরিকল্পনা তখনই সফল হতে পারে যখন স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্ককে বাধ্যতামূলক বা ফরজ-ই আইন অন্য দু'টি সম্পর্ককে ফরজ-এ কেফায়া হিসাবে ধরে নেয়া হবে। এর অর্থ এই নয় যে স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্কই কেবল বাধ্যতামূলক এবং অপর দু'টি সম্পর্ক এড়ানো যেতে পারে। আধুনিক সভ্যতার সম্প্রসারণের ফলে প্রতিটি শিশুকে জ্ঞানের তিনটি শাখা সম্পর্কেই অবহিত থাকতে হবে এবং একটি শাখা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

ষষ্ঠ পূর্বশর্তটি হচ্ছে, জীবনের সবদিক সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা। যদি সমগ্র জীবনধারাকে ইসলামীকরণের লক্ষ্য নির্ধারিত না হয়, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রে যদি ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ না করা হয়, তাহলে শিক্ষা প্রক্রিয়া প্রাসঙ্গিকতা হারাবে। যদি সবক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলে এ ধরনের শিক্ষা মুসলিমদেশগুলোর মধ্যে সন্দেহ ও সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে।

ইতিমধ্যেই ইসলামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে এমনকি রক্তপাতও ঘটছে। প্রশ্ন উঠেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতি অমুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মবিরোধী পদ্ধতি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে মুসলিম, খৃষ্টান, হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম নাগরিকদের উপর চেপে বসেছে? প্রকৃত পক্ষে ইসলামী পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতিও সমভাবে বিকশিত হবে। কাজেই একটি ইসলামী সরকার ঐতিহ্যবাহী হিন্দু ও খৃষ্টানদের কাছে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সরকারের চাইতে অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সরকারগুলো ভবিষ্যতে নাগরিকদেরকে তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

উপরোক্ত লক্ষ্যগুলো অর্জিত হলেই সর্বশেষ ও সপ্তম পূর্বশর্ত অর্জিত হবে। এ শর্ত হচ্ছে জীবনের মৌলিক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে একটি একক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন। এক্ষেত্রে প্রচলিত ও ধর্মীয় তথা ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার নামে পৃথক পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন অবকাশ থাকবে না। এই মৌলিক ব্যবস্থাটি অভিন্ন হবে তবে উচ্চতর পর্যায়ে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এমন পূর্বশর্ত পূরণে সম্মত হলে পর্যায়ক্রমে একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।